যুগান্তর

তারিখ 06 JUL 2009
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

এমপিওভুক্তকরণে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণে বর্তমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে একটি স্বচ্ছ, যুগোপযোগী, সহজবোধ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাংসদ অধ্যাপক শাহ আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক নোমান-উর রশিদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক

নতুন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

নতুন : নীতিমালা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

[illegible], মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মাইনুদ্দীন খন্দকার, বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক আহমাদ আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আরও দু'জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা হলেন— শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) মহেউদ্দীন আহমদ এবং অপর যুগ্ম সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) [illegible]।

সভা শেষে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এমপিওভুক্ত সংক্রান্ত মোট ২১টি প্রস্তাব লিখিত আকারে পেশ করেন এবং সিদ্ধান্ত আগের দিন শনিবার তার সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। প্রস্তাবনার মধ্যে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের জাতীয় স্কেলের মূল বেতনের শতভাগ প্রদান ও টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে জোট সরকারের আমলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ রয়েছে। আউয়াল সিদ্দিকীও সাত দফা পেশ করেন এতে। কমিটির পরবর্তী সভা ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি অনুদান প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে বর্তমান নীতিমালার বিভিন্ন অসঙ্গতি ও প্রায়োগিক সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একাডেমিক স্বীকৃতি, জনবল কাঠামো ও আঞ্চলিক প্রাপ্যতার আনুপাতিক হার বজায় না রাখা, রাজনৈতিক প্রভাবাধীনে নিয়ম শিথিল করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনান্তে কমিটি কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্তগুলো হল— কার্যপরিধি ব্যাপক হওয়ায় সুপারিশ প্রদানের জন্য আরও দু'মাস সময় বৃদ্ধি করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) ও যুগ্ম সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা)কে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নতুন নীতিমালা গৃহীত হওয়ার পর আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া। সভায় এ বিষয়ে বিভিন্ন গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।